বাংলাদেশের প্রতিবেশ ও উন্নয়ন
বিষয়ক কর্মজোট

bwged

তারিখ: ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৫

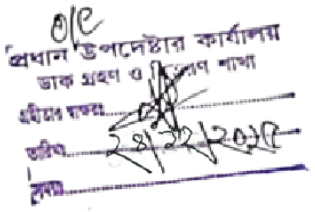

বরাবর,
ড. মুহাম্মদ ইউনুস
মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা
অন্তর্বর্তীকালীন সরকার
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অনুলিপি:

১। মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, মাননীয় উপদেষ্টা, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২। অ্যাডভোকেট সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, মাননীয় উপদেষ্টা, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৩। ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ, মাননীয় উপদেষ্টা, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৪। আলি ইমাম মজুমদার, মাননীয় উপদেষ্টা, ভূমি মন্ত্রণালয়

আমিনবাজারে প্রস্তাবিত উত্তর ঢাকা ৪২.৫ মেগাওয়াট বর্জ্যভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিলের দাবিতে গণস্বাক্ষরসহ আবেদন

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা

দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে আপনার নেতৃত্ব এবং দূরদর্শী সিদ্ধান্তগুলো জাতীয় অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে, যখন বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে, তখন টেকসই উন্নয়ন এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আপনার সময়োপযোগী এবং কৌশলগত সিদ্ধান্ত দেশের ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আপনার দূরদর্শী **'থ্রি-জিরো'** (Three-Zero) দর্শন; শূন্য দারিদ্র্য, শূন্য বেকারত্ব এবং শূন্য কার্বন; জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংসিত হয়েছে যা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অগ্রগতিমুখী ভবিষ্যতের প্রতিফলন। আমরা **'শূন্য কার্বন'** অর্জনের প্রতিশ্রুতিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করি, কারণ এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও টেকসই বাংলাদেশ গড়ে তোলার পথে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই লক্ষ্যের বাস্তবায়ন পরিবেশ সুরক্ষা জোরদার এবং জলবায়ু সহনশীল উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার এক অনন্য সুযোগ সৃষ্টি করবে।

বিদ্যুৎ খাতে, বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কেন্দ্রসমূহ আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ, অর্থনীতি, পরিবেশগত ভারসাম্য এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিরাপত্তার জন্য একটি বড় হুমকি হিসেবে বিবেচিত। এই প্রেক্ষাপটে, সাভার, আমিনবাজার, ঢাকা-তে **প্রস্তাবিত উত্তর ঢাকা ৪২.৫ মেগাওয়াট বর্জ্যভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি** বাতিল করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সচিবালয় : ৯(ক) মল্লিকবাড়ি রোড, বয়রা-রায়েরমহল, খুলনা ৯০০০, বাংলাদেশ
মোবাইল : +৮৮ ০১৯৭৬ ৭০২ ০০৬ | ওয়েবসাইট : https://bwged.blogspot.com

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা

চায়না মেশিনারি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন (CMEC)-এর সাথে স্বাক্ষরিত বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি অনুযায়ী, সরকারকে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ ২৫.৫৬ টাকা দরে কিনতে হবে। এটি বর্তমানে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনের গড় খরচ ১২.১৩ টাকার দ্বিগুণেরও বেশি। এই চুক্তি অনুযায়ী, আগামী ২৫ বছরে সরকারকে প্রায় ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করতে হবে, যা বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করতে হবে। এটি আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এবং জাতীয় অর্থনীতির ওপর একটি গুরুতর ও অসহনীয় চাপ সৃষ্টি করবে। এছাড়াও, চুক্তি অনুসারে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন প্রতি টন বর্জ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে ৩,০০০ টাকা (২৫.১৬ মার্কিন ডলার) জরিমানা দিতে বাধ্য হবে, যা অতিরিক্ত আর্থিক ঝুঁকি তৈরি করবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই প্রকল্পটি পূর্ববর্তী কোনো পরিবেশগত, সামাজিক বা অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা মূল্যায়ন (*feasibility assessment*) ছাড়াই অনুমোদিত হয়েছে, যা প্রচলিত প্রক্রিয়া ও যথাযথ নিরীক্ষার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। প্রস্তাবিত বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন (WTE) কেন্দ্রটি ২৫ বছরের কার্যকালীন সময়ে আনুমানিক ৮৩৩০.৭ হাজার টন গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত করবে, যা পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য গুরুতর হুমকি সৃষ্টি করবে। এই নির্গমনের মাত্রা কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর তুলনায়ও বেশি। এছাড়াও, ঢাকা শহরের কঠিন বর্জ্যে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি এবং তাপমাত্রাগত মান (*calorific value*) মাত্র ৬০০ কিলোক্যালোরি, যা কার্যকর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ১০০০-১৫০০ কিলোক্যালোরির থেকে অনেক নিচে। এই নিম্ন-তাপমাত্রার বর্জ্য ব্যবহারে মিথেন গ্যাসের নিঃসরণ আরও বৃদ্ধি পাবে, যা বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার, বিশেষ করে **Global Methane Pledge**- এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। উল্লেখযোগ্য যে, বায়ু দূষণের দিক থেকে ঢাকা নিয়মিতভাবে বিশ্বের সর্বাধিক দূষিত শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম হিসেবে স্থান পায়, যেখানে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (AQI) প্রায়শই ২০০–৩০০ এর মধ্যে (অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর থেকে বিপজ্জনক) রেকর্ড করা হয়। প্রস্তাবিত বিদ্যুৎকেন্দ্রটি থেকে সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, পার্টিকুলেট ম্যাটার, ডাইঅক্সিনস এবং ভারী ধাতব উপাদানসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর নির্গমন ঘটবে, যা স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করবে, বিশেষ করে বক্ষব্যাধি ও শ্বাসতন্ত্রজনিত সমস্যার আশঙ্কা বেড়ে যাবে। বায়ু দূষণের এই ঝুঁকি জনগণের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করার অধিকারকে সরাসরি ক্ষুণ্ন করে। এছাড়াও, প্রস্তাবিত বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি বাংলাদেশের অন্যতম দূষিত নদী তুরাগ নদীর পার্শ্ববর্তী স্থানে অবস্থিত। উপযুক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া এমন একটি বর্জ্য দহন কেন্দ্র স্থাপন নদীটির বাস্তুতন্ত্রের জন্য স্থায়ী ক্ষতির কারণ হতে পারে, যা তুরাগ নদীকে পুনরুদ্ধারের জন্য বছরের পর বছর ধরে চলমান প্রচেষ্টাকে মারাত্মকভাবে বিপন্ন করবে।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা

এই ধ্বংসাত্মক ও অর্থনৈতিকভাবে অযৌক্তিক প্রকল্পের পরিবর্তে, আমরা একটি টেকসই ও সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার পক্ষে মত প্রকাশ করছি, যেখানে বর্জ্য পৃথকীকরণ, পুনর্ব্যবহার (recycling) এবং কম্পোস্টিং প্রাধান্য পাবে। জৈব বর্জ্যের জৈব অংশকে জৈব সার হিসেবে রূপান্তর করা এবং প্লাস্টিক বর্জ্য পুনর্ব্যবহার করা পরিবেশগত ও অর্থনৈতিকভাবে অধিক গ্রহণযোগ্য এবং কার্যকর পদ্ধতি। এই ধরনের একটি ব্যবস্থা কেবল দূষণ ও জনস্বাস্থ্যঝুঁকি হ্রাস করবে না, বরং একটি বৃত্তাকার অর্থনীতিতে গঠনে সহায়তা করবে এবং জনগণের আচরণগত, কাঠামোগত ও অবকাঠামোগত উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।

সচিবালয় : ৯(ক) মল্লিকবাড়ি রোড, বয়রা-রায়েরমহল, খুলনা ৯০০০, বাংলাদেশ
মোবাইল : +৮৮ ০১৯৭৬ ৭০২ ০০৬ | ওয়েবসাইট : https://bwged.blogspot.com

বাংলাদেশের প্রতিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক কর্মজোট

bwged

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ টেকসই উন্নয়ন এবং এমন অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে, যা পরিবেশ রক্ষা করে এবং নাগরিকদের সুস্থ জীবন নিশ্চিত করে। তাই আমিনবাজার বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট গভীর পরিবেশগত, অর্থনৈতিক ও জনস্বাস্থ্যঝুঁকির প্রেক্ষাপটে, আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার অবিলম্বে দৃষ্টি আকর্ষণ প্রত্যাশা করছি এবং বিশ্বাস করি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার 'উত্তর ঢাকা ৪২.৫ মেগাওয়াট বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র' স্থগিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবে।

অতএব, অবিলম্বে প্রকল্পটি বাতিল করে নবায়নযোগ্য শক্তির বিকল্প ব্যবস্থার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনার সদয় সিদ্ধান্তের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে প্রতীক্ষায় রইলাম।

আপনার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল, সাফল্য ও সক্রিয় উদ্যোগ কামনায়, আমিনবাজারের জনগণ ও বাংলাদেশের প্রতিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক কর্মজোট (বিডব্লিউজিইডি)-এর পক্ষে -

ড. কাজী মারুফুল ইসলাম
আহ্বায়ক, বাংলাদেশের প্রতিবেশ ও উন্নয়ন
বিষয়ক কর্মজোট (বিডব্লিউজিইডি) ও
অধ্যাপক, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

হাসান মেহেদী
সদস্য সচিব, বাংলাদেশের প্রতিবেশ ও উন্নয়ন
বিষয়ক কর্মজোট (বিডব্লিউজিইডি)
প্রধান নির্বাহী, উপকূলীয় জীবনযাত্রা ও পরিবেশ কর্মজোট (ক্লিন)

আমরা, সাভার উপজেলার আমিন বাজারে বসবাসরত নাগরিকবৃন্দ, "উত্তর ঢাকা ৪২.৫ মেগাওয়াট বর্জ্য ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র" নির্মাণ প্রকল্প বাতিলের জন্য আমাদের পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে নিম্নে সাক্ষর প্রদান করছি।

সচিবালয় : ৯(ক) মল্লিকবাড়ি রোড, বয়রা-রায়েরমহল, খুলনা ৯০০০, বাংলাদেশ
মোবাইল : +৮৮ ০১৯৭৬ ৭০২ ০০৬ | ওয়েবসাইট : https://bwged.blogspot.com